International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-V, September 2021, Page No. 11-20
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v7.i5.2021.11-20

গ্রামীণ ভারতে জনগণের উপর গণমাধ্যমের প্রভাব : একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা

সুপ্রিয় হালদার
স্নাতকোত্তর, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

◆ ভূমিকা:

'**গণমাধ্যম'** বা '**Media**' হল আধুনিক সমাজের এক অন্যতম ভিত্তি। সমাজের অপরিহার্য অবদান হিসেবে এর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পরিলক্ষিত হয় প্রতিনিয়ত। গণমাধ্যমকে বিশেষ অর্থে সমাজের দর্পণ হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়। মানুষের জীবনের সুখ, স্বাচ্ছন্দ নির্ভর করে মিডিয়ার ভূমিকাকেই কেন্দ্র করে। মানুষ বিশ্বকে খুঁজে পায় গণমাধ্যমের মাধ্যমেই। সমাজ গঠনে যেমন শিক্ষা, সংস্কৃতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনি বিভিন্ন সংস্কৃতির বিন্যাসে ও সেই সংস্কৃতির সঙ্গে জনগণের মেলবন্ধনে গণমাধ্যম বেশ গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ, গণমাধ্যমের চোখ দিয়েই মানুষ বিশ্ব কে দেখে ও চিনতে শেখে। একজন মানুষের দৈনন্দিন জীবনে গণমাধ্যম ওতোপ্রতো ভাবে যুক্ত। তাই বর্তমান দিনে সংবাদ পত্র, পত্রিকা, বই ইত্যাদি গণমাধ্যমের মধ্যে দিয়ে মানুষ উপভোগ করে। আসলে প্রযুক্তি গত ভাবে ব্যবহৃত সব ধরণের মাধ্যমকেই আমরা গণমাধ্যম বলে থাকি।

মুহূর্তের মধ্যে কোনো বিষয়ে তথ্য প্রদান করে বহু সংখ্যক মানুষের কাছে উপস্থাপন ও সেই বিষয়ে মতামত দিতে সক্ষম হয় গণমাধ্যম। আর তাই, আমরা শহরে বা গ্রামে যেখানেই বসবাস করি না কেন, গণমাধ্যম ছাড়া আমারা বর্তমান দিনে এক পা'ও চলতে পারি না। "বর্তমান বিশ্বে প্রতিটি অগ্রসরমান সমাজে (পুঁজিবাদী) অর্থনীতির খাত হিসাবে দাঁড়িয়েছে গণমাধ্যম শিল্প (Kellner, 2009)"। "গণমাধ্যম বা গণযোগাযোগের এক একটি ধরণ (রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদ পত্র, ইন্টারনেট ইত্যাদি) শুধু অর্থনৈতিক ভাবে নয়, সমাজ কাঠামোর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ফোর্স ও বটে (McQuail, 2002)"। রাষ্ট্র পরিচালনায় সহযোগিতা করা থেকে শুরু করে ব্যক্তি মানসিকতার উন্নয়নেও গণমাধ্যমের প্রভাব রয়েছে। আমাদের জীবন বৈচিত্র্যের সঙ্গে চলমান ইতিহাস মিশে যায় গণমাধ্যমের দ্বারা। "গণমাধ্যমের দ্বারা উঠে আসে সমাজ, সভ্যতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, সংগ্রাম ইত্যাদি বিষয়ে। গণমাধ্যমের তথ্য নিয়ে আমরা অবধারণগত জগতের বাস্তবতা নিরুপণ করি ও বাস্তবতা নির্মাণ করি (Graber, 1988)"। "গণমাধ্যম দর্শক-শ্রোতা-পাঠকের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা পূরণ করে (Severin & Tankard, 1988)"। "আবার গণমাধ্যম তার বিভিন্ন আধেয় দ্বারা জনগণকে সচেতন করে, সজাগ করে ও জাগ্রত করে (Dominick, 2019)"। গণমাধ্যমের গ্রহণযোগ্য দায়িত্বের মধ্যে যেমন আছে সঠিক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে দায়িত্বশীল আচরণ, তেমনি অপরাধ, সহিংসতা ও অসন্তোষ সৃষ্টিকারী তথ্য থেকে জনগণকে বিরত রাখাও এর অন্যতম লক্ষ্য।

প্রথাগত ভাবে গণমাধ্যমের মূল কাজ গণমানুষের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করা। কিন্তু, বর্তমানে গণমাধ্যমের বহুল প্রসারের কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিথ্যা প্রচার লক্ষ্য করা যায়। যেমন, কোনো একটি প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুলে মি-ডে-মিলের খাবার খেয়ে কয়েকজন ছাত্র অসুস্থ হয়ে গেল। কিন্তু অনেক সময় মিডিয়া সেই গ্রামে না গিয়ে সমাজিক গণমাধ্যমের মধ্যে দিয়ে সেই ঘটনা সংগ্রহ করে তাদের মতো করে প্রচার করলো। ফলে, তারা অসুস্থ ছাত্রের সংখ্যাটা আরও বাড়িয়ে দিল। এখন এই ঘটনা দেখে সমাজের একটা বড় স্তরে আতঙ্কের সৃষ্টি হল। তাই, Schramm (1964) -এর ভাষায়, "গণমাধ্যমকে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ব্রতী হয় ব্যক্তি, সমাজ, সভ্যতা, দেশ এবং সর্বোপরি পুরো জাতি। এই চেষ্টায় মানুষ কখনো সফল হয়, কখনোবা হোঁচট খায়"।

◆ **গণমাধ্যমের গুরুত্ব:**

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় গণমাধ্যমের অপরিহার্যতা মানুষের সুখ দুঃখের চাহিদা মেটায়। মানুষ তার প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পেতে এবং জীবনের পথ সুগম করতে গণমাধ্যমের উপর নির্ভরশীল। সমাজের বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে গণমাধ্যম বর্তমানে বেশ সহায়ক মানব জীবনে। সমাজের উঁচু স্তর থেকে প্রান্তিক স্তরের মানুষের জীবন যাত্রা গণমাধ্যমের মধ্যে দিয়ে লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে সমাজ ও জীবনের সঙ্গে গণমাধ্যমের সম্পর্ক গণমাধ্যমের চাহিদাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। আর তার ফলে মানুষের চিন্তা, চেতনা ও মূল্যবোধ নির্মাণের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম প্রভাবিত হচ্ছে।

গণমাধ্যম সমাজ জীবনের উপর স্বার্থ চরিতার্থও করে বটে। নিত্যনতুন বিজ্ঞাপন মানুষের দৈনন্দিন চাহিদাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। মানুষ আধুনিক সমাজ জীবনে অভ্যস্ত হতে শুরু করে। একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক। ভারতের কোনো একটি গ্রামে একজন শিশু গণমাধ্যমে কোনো একটি পাশ্চাত্যের পোশাকের বিজ্ঞাপন দেখছে প্রতিনিয়ত। এবং তার মনে হল, সে যদি ওই পোশাকটা না পড়ে তাহলে সে হয়তো আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে অনেকটাই পিছিয়ে যাবে। কিন্তু, ব্যাপার টা আদৌ কি তাই? যদিও তা নয়। তবে মানুষের আধুনিক হওয়ার প্রবণতা ও বিশেষ করে বহুজাতিক সংস্থা গুলির জনস্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের মালিকানা স্থাপনের উদ্দেশ্যেই এই ধরনের বিজ্ঞাপন প্রচার পায়। আবার অন্য ভাবে আরেকটি উদাহরণের মধ্যে দিয়েও ওই রকম কোনো একটি গ্রামের শিশুদের শিক্ষাগত মাপকাঠি বৃদ্ধি পেতেও গণমাধ্যম বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। যেমন, বাজারে খুব ভালো একটা বই প্রকাশ হওয়ার পর সেই বইয়ের প্রচার শুরু হল গণমাধ্যমে। আর তখন গ্রামের শিশুরা ওই বইটা কিনে পড়াশোনা করে ভালো রেজাল্ট করলো। ফলে আখেরই বিজ্ঞাপন দেখে তাদের লাভ হল। এছাড়া বর্তমানে রেডিও বা টিভিতে শিক্ষামূলক প্রচার ও পাঠ্যসূচির আলোচনা বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিশেষ করে ইউটিউব, গুগল এসবের এক অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে দৈনন্দিন সমাজে।

"গণযোগাযোগের অন্যতম শাখা সাংবাদিকতার কল্যাণে সারা বিশ্বকে কম্পিউটার বা টিভির পর্দায় দেখার সুযোগ মিলেছে। ঘটনার তাৎক্ষণিক বিবরণ জানা সহ টেলিভিশন চ্যানেলে উঠে আসছে লাইভ চিত্র। সাংবাদিকতাকে তাই বলা হয়, 'উইন্ডো টু দ্যা ওয়ার্ল্ড' (Herbert, 2001)"। তবে সংবাদ মাধ্যমগুলো শুধু ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বা সংবাদ পরিবেশন ও বিশ্লেষণে থেমে থাকে না। তারা দেশের সাধারণ মানুষ ও রাষ্ট্রের মধ্যে মেডিয়েটর বা মাধ্যম হিসাবেও কাজ করে। "গণমানুষের আশা আকাঙ্খা ও চাহিদার বহিঃপ্রকাশ সাংবাদিকদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকদের কাছে পৌঁছায়। তারা নতুন নতুন ধারণা ও বিষয় মানুষের সামনে হাজির করে। গণমাধ্যম কর্মীরা তাই সমাজের

শিক্ষক ও গাইড হিসাবেও কাজ করে (Kunczik, 1988)"। সমাজের গতিধারা ও নতুন প্রবণতা গুলোর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হাজির করে গণমাধ্যম। মার্কিন সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপম্যানের মতে, 'সাংবাদিকরা জনগণ ও নীতি নির্ধারণী এলিটদের মধ্যে (রাজনীতিক, নীতি নির্ধারক, আমলা, বিজ্ঞানী) মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করে। সংবাদ কর্মীরা এলিট শ্রেণী থেকে শুরু করে প্রান্তিক স্তরের জনগণের সবার কথা শোনে, দেখে ও জনগণকে শোনার, দেখার ও পড়ার ব্যবস্থা করে দেয়। এই দেখা, শোনা, লেখা ছুঁয়ে যায় অর্থনীতি, রাজনীতি সহ সমাজের সকল স্তরে। গণমাধ্যমকে তাই রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসাবে দেখেছিলেন লিপম্যান। গণমাধ্যম আমাদের আদর্শ ও মূল্যবোধকে যেমন গড়ে তোলে, তেমনি সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে পরিচিতি ঘটাতেও সাহায্য করে। গণমাধ্যম তার 'এজেন্ডা সেটিং' কার্যক্রম দিয়ে সমকালীন বিষয়গুলির মধ্যে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ ও কোনটি নয় তা নির্ধারণ করতে ও ভাবতে শেখায়। শুধু তাই নয়, কি ভাবতে হবে এবং কিভাবে ভাবতে হবে তাও বলে দেয় গণমাধ্যম (McCombs & Shaw, 1972)। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের চিন্তা ও চেতনার বিকাশ ঘটে গণমাধ্যমের দ্বারা। আধুনিক ফ্যাশন ক্ষেত্রে, বহুজাতিক সংস্থার পণ্য বিপণনে, উন্নত শিক্ষা গ্রহণে ও উন্মুক্ত চিন্তার প্রসারে গণমাধ্যম তার তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বান্দুরা (Albert Bandura, 1977) 'সামাজিক শিক্ষণ তত্ত্বে' বলেন, শিশু ও বয়স্করা তাদের আচরণ, আবেগীয় সাড়া ও আচরণের নতুন স্টাইল টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের তারকা ও মডেলদের অনুকরণের মাধ্যমে অর্জন করে।

◆ গণমাধ্যম ও গ্রামীণ ভারত (গ্রামীণ জনজীবনের উপর গণমাধ্যমের প্রভাব):

গণমাধ্যমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে রেডিও ও টেলিভিশন বেশ জনপ্রিয়। ভারতে প্রথম ১৯২০ সালে কোলকাতা ও চেন্নাইয়ের অ-পেশাদার 'h a m' সম্প্রচার ক্লাবের দ্বারা বেতার সম্প্রচার প্রবর্তিত হয়। স্বাধীনতার সময় মোট ৬ টি বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র ছিল। এবং সেগুলো বড়ো শহরে গড়ে উঠেছিল। যদিও সেই সময় নগরীয় শ্রোতাদের উদ্দেশ্যেই বেতার সম্প্রচারিত হতো। ১৯৫০ সালের মধ্যেই ভারতে ৫,৪৬,২০০ টি বেতার কেন্দ্র অনুমোদন লাভ করে। ভারতের প্রত্যন্ত গ্রাম গুলোতে সংবাদ পত্র পৌছতে বিকেল গড়িয়ে যায়। আবার এমনও হয়, অনেক গ্রামেই সংবাদ পত্র পৌঁছায় না। আর তাই গ্রামের মানুষের সংবাদ শোনা বা গণমাধ্যমের আস্বাদন নেওয়ার একমাত্র উপায় রেডিও বা বেতার। যেসব গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই সেখানে ব্যাটারি চালিত রেডিওর ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। কিন্তু, সেসময় রেডিও-র জনপ্রিয়তার প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল রেডিও সেটের মূল্য। ১৯৬০ সালে ট্রান্সজিস্টার বিপ্লবের কারণে রেডিও অনেকটাই সহজলভ্য হয়। যার কারণ হিসাবে ব্যাটারি চালিত রেডিওর মূল্যের হ্রাস। ২০০০ সালে ভারতের প্রায় ১১০ মিলিয়ন পরিবারকে (সমস্ত ভারতীয় পরিবারের দুই তৃতীয়াংশ) ২৪ টি ভাষা ও ১৪৬ টি উপভাষায় রেডিও সম্প্রচারের মাধ্যমে আকাশবাণীর অনুষ্ঠান শ্রবণ করতে দেখা যেত। আর পরিসংখ্যান এটাই বলে, এদের মধ্যে তিনভাগেরও বেশি ছিল গ্রামীণ পরিবার। পরে ২০০২ সালে বেসরকারি 'F M' রেডিও স্টেশনের উদ্ভবের ফলে তারা বিশেষ বিনোদন মূলক অনুষ্ঠানের সম্প্রচার শুরু করে। এক্ষেত্রেও গ্রামীণ জনগণের উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে গণমাধ্যমের চাহিদা গ্রামীণ পরিবারের উপর খুব একটা কম ছিল না। সমীক্ষা করে দেখা গেছে সারাদিন কাজকর্ম শেষ করে সন্ধ্যা বেলা রেডিওতে আকাশবানীর অনুষ্ঠান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়া পরিবারের সংখ্যাও যথেষ্ট। সেখানে নানা ধরনের অনুষ্ঠান শ্রোতা কে মুগ্ধ করে রাখে। কৃষকদের জন্য 'কৃষিকথার আসর' -এক অন্য মাত্রা এনে দেয় কৃষকের কৃষিকাজে। গ্রামের মানুষ আবহাওয়ার খবরাখবর জানতেও নির্ভরশীল হয় রেডিওর উপর। এছাড়া, রেডিও-র মাধ্যমে প্রচারিত

লোকসংস্কৃতি মূলক অনুষ্ঠান, শিক্ষা মূলক অনুষ্ঠানও জনপ্রিয়তা পায় গ্রামীণ সমাজে। আর এ তো গেল রেডিওর কথা। কিন্তু, বিংশ শতকের দোরগোড়ায় সোশ্যাল মিডিয়ার রমরমা প্রভাব, সেটাও তো আর কিছুতেই কম নয়। মানুষের মুঠোয় সব খবর। একটা ছোট্ট হিসেবে, ২০২০ তে পশ্চিমবঙ্গের উপর ঘটে যাওয়া আম্ফান ঝড়ের (Cyclone Amphan) প্রতি মুহূর্তের গতিবিধি খুব সহজেই প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের জন্যেও অনেকখানি সুরক্ষা প্রদান করেছিল। আর এটা শুধুমাত্রই এই যে সামাজিক গণমাধ্যমের দ্বারাই সম্ভবপর ছিল। সামাজিক গণমাধ্যম আমাদের গ্রামীণ সমাজের প্রাত্যহিক জীবনকে আরও অনেকখানি সুদূরপ্রসারী করে তুলছে। মানুষ, খুঁজে পাচ্ছে বাস্তবতার চিহ্ন, গড়ে তুলছে জীবনের মূল্যবোধ। যা সামাজিক প্রতিবন্ধকতা কে মুক্ত করছে ক্রমশ। সামাজিক পরিবর্তন বলতে, 'Social change, in sociology, the alteration of mechanisms within the social structure, characterized by changes in cultural symbols, rules of behaviour, social organizations, or value systems' -যা গণমাধ্যমের দ্বারা বেশি করে প্রভাবিত হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে যোগাযোগবিদ ড্যানিয়েল লার্নার সমাজ পরিবর্তনের মূল হাতিয়ার হিসাবে গণমাধ্যমকেই চিহ্নিত করেন। তুরস্কের কৃষকদের উপর করা এক সমীক্ষার উপর নির্ভর করে তিনি বলেন, গণমাধ্যম মানুষকে সচেতন করে, মানুষকে সমৃদ্ধ জীবনের ছবি দেখায় ও গতানুগতিক জীবনের বদ্ধ পরিধি থেকে মুক্ত করে ঐশ্বর্যময় আধুনিক সমাজ জীবনের দিকে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করে। লার্নার উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন।

গণমাধ্যম বলতে গ্রামীণ মানুষের কাছে রেডিও বা টেলিভিশন আর এখন সীমাবদ্ধ নয়। চলে এসেছে সম্পূর্ণ তথ্য নির্ভর স্মার্টফোন। আর এর প্রভাব গ্রামের কৃষিকাজেরও সহায়ক হয়েছে। গ্রামের মানুষ ইউটিউব এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের চাষাবাদ সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছে খুব সহজেই। এমনকি এই ভিডিও গুলো অভিজ্ঞ কৃষিবিদ দ্বারা সম্প্রচারিত। সমীক্ষা করে দেখা গেছে বর্তমানে প্রায় অর্ধেক শতাংশ কৃষক কৃষিকাজের প্রয়োজনে প্রতিনিয়ত গণমাধ্যমের উপর নির্ভরশীল। এছাড়া, প্রায় ২০.২৬ শতাংশ গ্রামীণ মানুষ অন্যান্য প্রয়োজনে গণমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত। বিশ্বব্যাঙ্কের উন্নয়ন যোগাযোগ বিষয়ক পরিচালক পল মিশেল বলেছিলেন, 'Change cannot happen without communication. … We want to make communication a pillar of development' l উইলবার শ্র্যাম (Waisbord, 2001) সামাজিক পরিবর্তন কে যোগাযোগ মাধ্যমে দেখেছেন 'Contributor' হিসাবে। তিনি মনে করেছেন দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি, উৎপাদনশীলতা, শিল্পায়ন, উচ্চশিক্ষা, দীর্ঘ গড় আয়ু -এই সবকিছুতেই ভূমিকা রাখতে পারে গণমাধ্যম।

◆ ইতিবাচক প্রভাব (গণমাধ্যম ও নাগরিক সচেতনতা):

উন্নয়ন যতই উন্মুক্ত হয়, নাগরিক সুফল ততই বৃদ্ধি পায়। সমাজের নিম্ন স্তর যুক্ত হয় বৃহত্তর স্তরে। গ্রামের মানুষ আধুনিক সমাজের ছোঁয়া পায় গণমাধ্যমের সাহায্যে। গণমাধ্যমের দ্বারা বদলে যায় তাদের জীবনের ছন্দ। শিক্ষিত ও আধুনিক সমাজের অনুষঙ্গ ও প্রাণকেন্দ্র হিসাবে অনিবার্য অবদান রাখে গণমাধ্যম। ফলে আধুনিক সমাজে গণমাধ্যম থেকে কেউ বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় গণমাধ্যম ব্যবহারিক নাগরিকের সংখ্যা। গণমাধ্যম কে সাংবিধানিক কাঠামোয় চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয়। গণমাধ্যমের কয়েকটি বিশেষ প্রচার মাধ্যমগুলি হল-

- শ্রবণ মাধ্যম- রেডিও বা বেতার যন্ত্র।
- শ্রবণ ও দর্শণ মাধ্যম- টেলিভিশন, কম্পিউটার ইত্যাদি।
- মুদ্রিত মাধ্যম- সংবাদ পত্র, ম্যাগাজিন, বই, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি।

- সামাজিক মাধ্যম- ফেসবুক, ট্যুইটার, হোয়াটস্ অ্যাপ, ইউটিউব ইত্যাদি।
- সনাতন মাধ্যম বা গণসম্বোধন- জনসমাবেশে বক্তৃতা।

যেকোন সামাজিক সমস্যা নিয়ে গণমাধ্যমে আলোচনা হলে তা থেকে দ্রুত সমাধানের পথ পাওয়া যায়। বিদ্যমান ব্যবস্থার পরিবর্তন, সংস্কার, নতুন আইন বা বিধি প্রণয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে গণমাধ্যম বিশেষ দায়িত্ব পালন করে। নাশকতামূলক কার্যকলাপ, দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে গণমাধ্যমের সোচ্চার সামাজিক শৃঙ্খলা ও স্থিতি রক্ষায় কার্যকরী ভূমিকা গ্রহন করে থাকে। মাদকদ্রব্য পাচার, চোরাচালান, যৌন হয়রানি প্রভৃতি অপরাধ রোধে গণমাধ্যম ভূমিকা নেয়। গণমাধ্যম বৃহত্তর ছাত্রসমাজে শিক্ষাগ্রহণের উপযোগী ও অত্যন্ত সহায়ক। উল্লেখ্য, ২০২০ 'র করোনা পরিস্থিতিকালীন সময়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে লকডাউনের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের পঠন পাঠনের জন্য টেলিভিশনের মাধ্যমে পড়াশোনা, গ্রামীণ সমাজেও অত্যন্ত প্রভাব ফেলেছিল। তারপর ধীরে ধীরে তার রূপান্তরিত কৌশল গুগল মিট (Google Meet) বা জ্যুম (Zoom) অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইন পড়াশোনা বর্তমানে গণমাধ্যমের ভূয়সি প্রশংসা রাখে। আবার পড়ুয়াদের বৃত্তি প্রদানের খবর গণমাধ্যমের দ্বারা গ্রামের মানুষ জানতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে, গণমাধ্যম প্রথাগত খবর প্রচারের মাধ্যম থেকে বেরিয়ে বর্তমান সমাজে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ হয়ে ক্রমশ গড়ে উঠছে।

এছাড়া ব্যক্তির মত প্রকাশের স্বাধীনতা, মানবাধিকার রক্ষা, গণতন্ত্র, সুশাসন, নারী ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়েও গণমাধ্যম ভূমিকা গ্রহণ করে। যার ফলে একটি সমাজের সমৃদ্ধি, অগ্রগতি ও উন্নতি তরান্বিত হয়। সমাজের কু-প্রথা বা কু-সংস্কার নিবারণে এবং আধুনিক সমাজের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগে গণমাধ্যম সোচ্চার হয়। গণমাধ্যমের এইরূপ কার্যকারিতার ফলে গ্রামীণ সমাজ থেকে পর্দাপ্রথা, বলি প্রথা, ডাইনি হত্যা 'র মতো জঘন্য ঘটনা গুলি আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে। যা সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পরমুহূর্তেই প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ গ্রহণে বিশেষ সাড়া জাগায়। গ্রামীণ কৃষক তার কৃষিজ পণ্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার দর, জমির মূল্য, বীজ ও কীটনাশকের দাম গণমাধ্যমের সাহায্যে জানতে পারে। গণমাধ্যমের দ্বারা আইন ও মানবাধিকার সম্পর্কিত তথ্য প্রচারের ফলে গ্রামীণ সমাজে অন্যায়, শোষণ ও বাল্যবিবাহের মতো ঘটনা গুলো ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। গণমাধ্যম, অর্থাৎ সংবাদ পত্র বা রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত বিভিন্ন স্বাস্থ্য সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান বা তথ্য প্রচারের ফলে গ্রামীণ সমাজে চিকিৎসায় সুফল দেখা দিচ্ছে। গণমাধ্যমের দ্বারা প্রচারিত আবহাওয়া সম্পর্কিত খবর জানার ফলে, গ্রামের চাষিরা যেমন প্রস্তুত থাকে আবহাওয়া পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে, তেমনি জেলেরাও সমুদ্রে যাওয়া বা না যাওয়ায় সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়। গণমাধ্যমের প্রসারের ফলে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটে। যেমন, অবহেলিত রাস্তাঘাট, ব্রিজ, বাঁধ ইত্যাদি মেরামতি সম্ভব হয়। গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি দেখে গ্রামীণ শিক্ষিত যুবক ও শ্রমিকেরা চাকরি করার সুযোগ পায়। ফলে গ্রামীণ উন্নয়ন ঘটে। এছাড়া গ্রামীণ মানুষের চাহিদা যেমন, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, টিউবওয়েল ইত্যাদি পূরণ হয় গণমাধ্যমের দ্বারা।

গ্রামীণ সমাজের সর্বত্র উন্নয়নকেই গ্রামীণ উন্নয়ন বলে। আর, এই উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা নেয়, গণমাধ্যম। গ্রামীণ মানুষের অজানা অভিজ্ঞতা বা তথ্যের উপস্থাপনা করে গণমাধ্যম ক্রমশ সচেতন করে তুলছে জনগণকে। ফলে, সার্বিকভাবে গ্রামীণ উন্নয়ন নিশ্চিত হচ্ছে।

◆ নেতিবাচক প্রভাব:

গণমাধ্যমের সুফল বা ইতিবাচক প্রভাব যেমন বর্তমান সমাজে নাগরিক উত্তোরণের পথ দেখায়। তেমনি এর নেতিবাচক দিকও খুব একটা কম নয়। যা সমাজের গুরুতর ব্যাধি রূপেও প্রকাশ পায়। অনলাইনে আবির্ভূত হওয়া সামাজিক মাধ্যম যেমন, ব্লগ, ফেসবুক, ট্যুইটার সবসময় সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে নাও ব্যবহৃত হতে পারে। ফেসবুক, ব্লগ ইত্যাদি ব্যবহারকারীরা -এই জাতীয় মাধ্যম গুলিতে তথ্য প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা পায়। ফলে অনেক সময় তারা সমাজ মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির বীরুদ্ধে মানহানি ও কুৎসা মূলক অপপ্রচার চালায়। অতএব বোঝা যাচ্ছে এখানে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত সমাজ বিরোধী, বিকৃত ও মিথ্যা তথ্য প্রকাশের সুযোগ থাকে। এছাড়া আমরা দেখেছি ভুয়ো বা ছদ্মনামে ব্লগিং বা ফেসবুক ব্যবহার করে একশ্রেণীর মানুষ গণমাধ্যম জুড়ে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করছে। আবার সাইবার ক্রাইমের মতো ঘটনাগুলোও এই গণমাধ্যমের দ্বারাই বর্তমান দিনে বেশি করে মাথাচাড়া দিচ্ছে। সমাজ মাধ্যমের দ্বারা দেশের প্রায় ৫৮ শতাংশ যুবতী মহিলা যৌন নিগ্রহের শিকার হয় (A Survey report of plan International, 2020)।

ইন্টারনেট পরিষেবার সাফল্যের কারণে গ্রামীণ সমাজে আজ ঘরে ঘরে স্মার্ট ফোন। আর তারই বশবর্তী হয়ে ছাত্রসমাজের একটা বড় অংশ সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন মাধ্যমে আসক্ত হয়ে পড়ছে। আসক্ত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অনলাইন গেমিং -এ। এমনকি এই সব অনলাইন গেমিং ছাত্রসমাজের একটা বড় অংশকে বিকৃত মানসিকতার জন্ম দিচ্ছে। আবার অনেকক্ষেত্রে ঠেলে দিচ্ছে মৃত্যু মুখে। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা গ্রামীণ সমাজের মেরুদন্ড ভেঙে পড়ছে ক্রমশ।

একটা দেশকে নিশ্চিহ্ন করতে পারমাণবিক বোমা যেমন ভূমিকা নেয়, তেমনি গণমাধ্যমের লেখনি দিয়ে সমাজে আরও তীব্র ক্ষতি সাধন সম্ভব। উদাহরণ হিসাবে স্প্যানিশ - অ্যামেরিকান যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা যায়। অভিযোগ আছে এই যুদ্ধে উক্ত দু'দেশের মধ্যে উৎসাহ যুগিয়েছিল 'হলুদ সাংবাদিকতা' । যেমন গণমাধ্যমের সাধারণ রিপোর্টিং দ্বারা খুব সহজেই প্রভাবিত করা যায় নাগরিক সমাজকে। যুদ্ধের আবহ তৈরি করে বিশ্বের মানুষকে আতঙ্কিত করা যায়। তেমনি গণমাধ্যম গ্রামীণ সমাজেও অসন্তোষ সৃষ্টি করছে ক্রমশ। আরেকটি দিক উল্লেখ করা প্রয়োজন। করোনা পরিস্থিতিকালীন পরবর্তী সময় থেকে বর্তমানে অনলাইন পঠন পাঠনের প্রসার বৃদ্ধি পেলেও, অনেক সময় দেখা যায় অনলাইন পড়াশোনার মাঝে সোশ্যাল মিডিয়ার অন্য সাইটগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের আসক্তি। এছাড়া গ্রামীণ সমাজে গণমাধ্যমে প্রচারিত কোনো একটি বিষয়ের ভুল ধারণা জনগণের মধ্যে বৃহত্তর উৎকন্ঠার সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের স্বচ্ছ প্রচারের জড়তা লক্ষ্য করা যায়। আবার, অনেক সময় গ্রামীণ সমাজের কোনো ক্ষুদ্র উন্নয়নকে গণমাধ্যমের দ্বারা বৃহৎ রূপে উপস্থাপনা করা হয়। যার ফলে, আখেরই গ্রামীণ নাগরিক সমাজের ক্ষতি সাধন হয়। অর্থাৎ, নাগরিক উন্নয়ন নির্ভর করে গ্রামীণ সমাজের সুষ্ঠু বিকাশকে কেন্দ্র করে। গণমাধ্যম যেমন সমাজ পরিবর্তনের এক সর্বব্যাপী ও শক্তিশালী স্তম্ভ হিসাবে ভূমিকা নেয়, তেমনি সমাজের অসাবধানতার জেরে সামাজের উন্নয়নের চক্রকেও থামিয়ে দেয়।

'তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০' এবং 'তথ্য প্রযুক্তি সংশোধনি আইন, ২০০৮' সালে বিস্তারিত এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক অপরাধের সঙ্গে সাইবার অপরাধের আচরণ আইন সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে ও মোকাবিলা করা হয়েছে। মানব সভ্যতা যত বেশি ইন্টারনেট নির্ভর হয়ে পড়ছে, তত বেশি অপরাধের ধরণ ও চরিত্র বদলাচ্ছে। স্মার্ট ফোনের যুগে মুহূর্তে ভাইরাল হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত পরিসর। তথ্য জানার অধিকার এবং গোপনীয়তা রক্ষার মাঝের সীমা ক্রমশ ধূসর হচ্ছে।

◆ গণমাধ্যম ও বাস্তবতা :

বাস্তবতা বলতে গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের সত্যতা বা যথার্থতাকে বোঝায়। সাধারণত শব্দ, প্রতীক, চিন্তাধারা ও বিশ্বাসবোধ নিয়ে ব্যক্তি কিংবা পুরো সমাজের মাধ্যমে সত্যকে জনসমক্ষে তুলে ধরা। যেহেতু আমাদের সকল ঘটনার সাক্ষী হওয়া সম্ভব নয়, তাই গণমাধ্যমের উপর সচেতন থেকে ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হয়। বুঝে নিতে হয় গণমাধ্যমের বাস্তবতা সম্পর্কে। ধরা যাক, হোয়াটস্‌অ্যাপে কোনো একটি ঘটনা খুব বেশি শেয়ার হল বা ছড়িয়ে পড়লো। তাই সেই ঘটনাকে তৎক্ষণাত নিজেও শেয়ার না করে ঘটনাটির সত্যতা যাচাই করা আবশ্যক। সত্যিটা না জেনে শেয়ার করা একেবারেই উচিত নয়। আরও একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যাক। মনে করো একটি স্কুলে শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের বললেন, ‘সম্ভবত আজ আর তোমাদের ক্লাস হবে না’। এক্ষেত্রে কোনো একটি ছাত্র সেই কথাটার বাস্তবতা যাচাই না করে, গণমাধ্যমে (হোয়াটস্‌অ্যাপ এ) ‘আজ আর আমাদের ক্লাস হবে না’ বলে শেয়ার করলো। ফলে তথ্য যাচাই এর অভাবে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে গণমাধ্যমের বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হল। তাই, শিক্ষক মহাশয়ের কথায় উল্লেখিত ‘সম্ভাবনা’ কে যাচাই করা উচিত ছিল।

এরকম বহু ঘটনা বর্তমানে জেনে বা না জেনে গণমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। যা অনেক সময়ই জনমানসে ভীতির সঞ্চার করে। গণমাধ্যম বা যেকোনো ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহারের ভালো ও মন্দ দুটি দিক থাকে। তাই সতর্কতার সাথে এর ব্যবহারের পাশাপাশি ভুল তথ্য প্রচার যেন কোনো রকম নেশায় পরিণত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। আবার গণমাধ্যমের প্রচারিত কোনো খবর বা কোনো বিশেষ ঘটনা বিশ্বাস না হলে তা যাচাই করাটাও আমাদের কর্তব্য।

◆ গণমাধ্যমের চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবন্ধকতা:

গণমাধ্যম কিভাবে এবং কাদের স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটা লক্ষ্য রাখাই বর্তমানে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। তাই গণমাধ্যমের ক্ষমতা ও প্রভাবকে পরীক্ষণ করা দরকার। বর্তমানে বেশিরভাগ গণমাধ্যম বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থার হাতে নিয়ন্ত্রিত। কিছু গণমাধ্যম সরকার বা রাজনৈতিক দল পোষিত। আর হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র নিরপেক্ষ ভূমিকা নেয়। নিরপেক্ষ গণমাধ্যমগুলো ছাড়া অন্যরা সামাজিক মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, নৈতিকতার তোয়াক্কা না করে কর্পোরেট হাওয়া আর মুনাফা লগ্নীতে গা ভাষায়। “গণমাধ্যমের আধেয় হিসাবে যা পাওয়া যায়, সূক্ষ্ম বিচারে তা কোনো না কোনো ভাবে আধিপত্যশীল শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে। তাই অভিযোগ তোলা হয়, বর্তমান সময়ের গণমাধ্যম অনেক বেশি ব্যবসামুখী, মুনাফামুখী, কর্পোরেটমুখী ও বাণিজ্যিক ধারায় প্রবাহমান। যারা সস্তা ও হালকা বিনোদনে দর্শকদের বুঁদ রাখে, বাজারের পক্ষে কাজ করে, ভোক্তাসংস্কৃতি উপহার দেয় ও কর্পোরেট কালচার সরবরাহ করে। সর্বোপরি সমাজে বিদ্যমান প্রকৃত সমস্যা ও বৈষম্য থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে অগভীর বিনোদন দিয়ে ব্যাস্ত রাখে (হক, ২০১০)”। তাই গণমাধ্যমের সক্রিয়তা ও দায়িত্বশীল প্রসারতার প্রতি আমাদের সজাগ থাকা দরকার। আবার গ্রামীণ সমাজের উপর গণমাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাবকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গড়ে তোলা দরকার সত্য নির্ভর সামাজিক কাঠামোগত উন্নয়ন।

◆ বর্তমানে গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতা ও প্রাসঙ্গিকতা:

আধুনিক জীবনে সংবাদ পত্রের গুরুত্ব তুলে ধরতে মার্কিন সাহিত্যিক মার্ক টোয়েনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রতিদিন দুটি সূর্যোদয়ের কথা বলেছিলেন। একটি প্রভাত সূর্য ও অন্যটি সংবাদ সূর্য (রায়, ১৯৯৪)। সেই কারণেই হয়তো টোয়েনকে দু’বার মরতে হয়েছিল! সত্যিকারের মৃত্যুর আগে আরও

একবার মরতে হয়েছিল সাহিত্যিক টোয়েনের। সেটি হয়েছিল সাংবাদিকদের হাতে। একবার ইউরোপ ভ্রমণের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্র গুলো মার্ক টোয়েনের মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশ করলো। খবরটি শোনার পর টোয়েন কেবল একটি মাত্র ক্যাবল বার্তা পাঠিয়েছিল,- 'Reports of my death have been greatly exaggerated' (Fedler, 1989)। অর্থাৎ, দায়িত্বহীনতার এমন উদাহরণ গণমাধ্যম জগতে কিছুই কম নয়।

স্বাধীন গণমাধ্যমের পক্ষেই দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার চর্চা সম্ভব। আর্থসামাজিক উন্নয়ন, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে সমালোচনাধর্মী বিশ্লেষণ কিংবা জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি গণমাধ্যমে উঠে আসার পূর্ব শর্ত গণমাধ্যমের পূর্ণ স্বাধীনতা। সত্যনিষ্ঠ সংবাদ প্রদানে যেমন গণমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রয়োজন তেমনি দায়িত্বশীল গণমাধ্যমই প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হতে পারে। ১৯৪৭ সালের প্রকাশিত 'হ্যাচিংস কমিশনে'র (গণমাধ্যমের উপযুক্ত কার্যকারিতা অনুসন্ধান মূলক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় কমিশন) রিপোর্টেও তাই বলা হয়েছে। দায়িত্বশীল সংবাদ পরিবেশনের অর্থ হল সত্য ও স্বচ্ছতা বজায় রাখা। খেয়াল রাখতে হবে, সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে কোনোভাবেই যেন চাঞ্চল্যকর বা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়। এবং, সংবাদের উৎস উল্লেখ করা প্রয়োজন। এছাড়া পেইড ও থ্রেট (Paid and Threat News) উভয় ধরনের সংবাদ সম্পর্কে সচেতন হওয়া। সংবাদের উপরি উপরি উপস্থাপনা না করে সত্যনিষ্ঠ গভীর আলোচনা আবশ্যক। আবার বৃহত্তর সমাজের স্বার্থে গণমাধ্যমের প্রকাশিত খবরে দায়িত্বশীলতা ও জেন্ডার নিউট্রালিটি বজায় রাখাটাও জরুরী।

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিক জীবন বিকশিত হয়। আর এই বিকাশে গণমাধ্যমের ভূমিকা অতি আবশ্যক। যদি গ্রামীণ সমাজকে প্রাচীন ভাবধারা থেকে বের করে আধুনিক সামাজিক ভাবধারায় আনতে হয়, তবে গণমাধ্যমকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলতে হবে। যেহেতু গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা আধুনিকতা থেকে অনেকটাই পিছিয়ে, তাই গণমাধ্যমই একমাত্র আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার সংযোগ সাধনে ভূমিকা গ্রহন করে। গণমাধ্যম গ্রামীণ সমাজ জীবনের একটি চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে। বিশেষ করে গ্রামীণ যুব সমাজের উপর গণমাধ্যম এক বিশাল প্রভাব ফেলে চলেছে। বর্তমান সময়ে গ্রামীণ জনজীবনে গণমাধ্যম কতটা প্রাসঙ্গিক তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা করোনা মহামারী পর্যায়ে প্রমাণ পেয়েছি। এছাড়া, বহুবিধ তথ্য বা খবরাখবর গ্রামীণ সমাজে মানুষের কাছে তৎক্ষণাত পৌঁছে দিতে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে চলেছে।

◆ উপসংহার:

দেশে গণমাধ্যমের প্রসারের সাথে সাথে উন্নয়নের ধারাও ক্রমবর্ধমান। আর এই প্রসার শুধুমাত্র শহরকেন্দ্রিক নয়। গণমাধ্যমের ফলে গ্রামীণ সমাজকে সঙ্গে নিয়েও তা আজ এক ছত্র ছায়ায় দাঁড় করিয়েছে আমাদের। গ্রামীণ সমাজের আধুনিকতার চাহিদা পূরণে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। গণমাধ্যম কোনো একটি তথ্য প্রচারের মাধ্যমে আমাদের আচরণের পরিবর্তন ঘটাতে চায়। গণমাধ্যম একটি গতিশীল মাধ্যম। সংবিধানে একে চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়েছে। মানুষের দৈনন্দিন সুখ স্বাচ্ছন্দ অত্যাধুনিক হয়ে দেখা দিচ্ছে গণমাধ্যমের দ্বারা। গণমাধ্যমে সম্প্রচারিত তথ্যের ভিত্তিতে গ্রামীণ কৃষক সহজেই কৃষিকাজের যাবতীয় ধারণা ও আবহাওয়ার খবর পায়। গ্রামীণ মহিলাদের একাংশ গণমাধ্যমে প্রচারিত অনুষ্ঠান শুনতে শুনতে সংসারের কাজ করে। আর বর্তমানে করোনা পরিস্থিতি কালীন

সময়ে গণমাধ্যমে অংশগ্রহণকারী জনগণের সংখ্যাটাও বেশ চমকপ্রদ। গ্রামের মানুষ সংবাদ পত্র পড়া, খবর শোনা, ভিডিও দেখা বা পড়াশোনার জন্যেও গণমাধ্যমের উপর নির্ভর করে।

ভারতবর্ষে স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে 'প্রিন্ট মিডিয়া' বা পত্র-পত্রিকার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। সম্প্রতি রবিন জেফ্রি 'ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে' রাজেন্দ্র মাথুর স্মারক বক্তৃতা প্রদানকালে বলেছিলেন, আগামী দশকে সাক্ষরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংবাদপত্রের চাহিদাও বৃদ্ধি পাবে। India's Newspaper Revolution গ্রন্থের রচয়িতা জেফ্রির মতে, গণমাধ্যমের প্রধান সমস্যা হল 'ভাড়াটে সাংবাদিক' ও 'Paid news'। দূরদর্শনের প্রাক্তন অধিকর্তা এস. ওয়াই. কুরেশি আক্ষেপ করেছেন যে, দেশের গণমাধ্যমের কাছে দৈনিক গড়ে ৪,০০০ শিশুর জন্মের পরই মৃত্যুর ঘটনা খবর হিসাবে গুরুত্ব পায় না, বরং একটি জাম্বো জেটের দুর্ঘটনাই মিডিয়ার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কুরেশি তার 'Social Responsibility the Media and Social Marketing' শীর্ষক রচনায় বলেছেন, এক্ষেত্রে মৃত্যুর নাটকীয়তাই খবরের গুরুত্বকে বাড়িয়ে দেয়।'

অতএব গণমাধ্যমের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোঝা যায়, তা কেবলমাত্র বাজারি চাহিদা মেটানোর স্বার্থেই প্রতিষ্ঠিত। তাই তথ্যের যাচাইকরণ প্রয়োজন। আবার গ্রামীণ সমাজে বিশেষ করে, শিশুদের মধ্যে যাতে গণমাধ্যমের কু-প্রভাবের আসক্তি না আসে সেদিকেও নাগরিক সচেতনতা অতি আবশ্যক। তবে বর্তমানে 'Digital Age' -এর সময়ে যেভাবে ডিজিটাল মিডিয়ার চাহিদা বাড়ছে, তাতে আগত দিনে মানব জীবনে বিশেষত গ্রামীণ জনজীবনে খুব বড় একটি প্রভাব ফেলবে বলে আমার মনে হয়।

◆ **তথ্যসূত্র —**

১) Braid, Dr. F. R. (2010). Development Journalism revisited. Retrieved on May 15, 2011, from http://www.mb.com.ph /articles/248563 /development-journalism-revisited

২) Dominick, J. R. (2009-10th Edition). The Dynamics of Mass Communications. Boston: McGraw-Hill, 23-29.

৩) 'Villagers In India Use Internet To Communicate More Than For Social Networking'.(Feb21,2018).BloombergQuint,(https://www.google.com/amp/s/www.bloombergquint.com/amp/technology/villagers-in-india-use-internet-to-communicate-more-than-social-networking)

৪) Jeffrey, Roger. 2000. India's Newspaper Revolution. OUP, Delhi.

৫) সুর, স্নেহাশিষ। (সম্পাদনা) (২০২১) সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ। নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

৬) নাথ, আলোশিখা ও অন্যান্যরা। ২০২০ ভারতে সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন। রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা।

৭) মুখোপাধ্যায়, অপূর্বমোহন এবং নন্দী, দেবাশিষ। (২০১৫) ভারতীয় রাজনীতি। জয়দুর্গা লাইব্রেরী।

৮) http://www.absoluteastronomy.com/topics/Journalism

৯) www.britannica.com

১০) www.pbs.org

১১) http://www.new-ag.info

১২) https://www.business-standard.com/article/current-affairs/58-young-females-on-social-media-have-faced-harassment-abuse-survey-120100600667_1.html#:~:text=Ahead%20of%20International%20Day%20of,faced%20online%20harassment%20or%20abuse